সা ত দি ন

২০ মে : ক্যাসেট কেলেঙ্কারি মামলায় আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্ট সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদকে ছয় মাসের কারাদন্ড এবং ২ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেয়।

একই মামলায় মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে এক মাসের কারাদন্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা করে।

সরকার ঘোষিত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর মধ্যে প্রথম গ্রেপ্তার হয় মোহাম্মদপুরের কামাল পাশা।

২১ মে : মানবজমিন সম্পাদকের জেল জরিমানার আদেশ হওয়ায় দেশের ১৬টি শীর্ষ জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় নজিরবিহীন হস্তক্ষেপের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন।

সিনিয়র মন্ত্রীদের এক সভায় টিএ্যান্ডটির টেলিফোন সংযোগ ফি বর্তমানের ১৮ হাজার ৪০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১০ হাজার নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

২২ মে : পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার পানিটোলা এলাকায় আততায়ীরা ৭২ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার বিনয় সরকারকে (৪৩) গুলি করে হত্যা করে।

বিমান বন্দরে সাড়ে ৫ কোটি টাকা মূল্যের আড়াই মণ সোনা উদ্ধার করে শুল্ক কর্মকর্তারা।

দুঃসহ গরমের ১০ দিন পর হালকা বৃষ্টিপাতে জনজীবনে সাময়িক স্বস্তি ফিরে আসে।

২৩ মে : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মাসব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ব্যক্তিগত সফর শেষে দেশে ফিরে আসেন।

২৪ মে : পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চডুবিতে ১৪০ জনের প্রাণহানি।

জাতীয় ফুটবল লীগের ফাইনালে টাইব্রেকারে আবাহনীকে হারিয়ে মোহামেডানের শিরোপা লাভ।

২৫ মে : সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের গাড়িবহরে সন্ত্রাসীদের হামলায় ১ জন নিহত এবং ১০ জন আহত।

জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ১০৩তম জন্মজয়ন্তী এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা পালিত।

২৬ মে : কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র 'মাটির ময়না' সমালোচক পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্র এই প্রথম এরকম বৃহৎ চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পায়।

যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় সারা দেশে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত।

দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বমুখি

কীভাবে বাঁচবে মধ্যবিত্ত

'মাছে-ভাতে বাঙালি'। কথাটা অনেক দিন আগেই বাঙালির জীবনে মিথ্যে হয়ে গেছে। বাঙালি এখন আর বাজারে ইলিশ, রুই, কাতল এমনকি ছোট মাছে হাত দিতেও ভয় পায়। মাছের দাম আকাশছোঁয়া। মাছ বাদ দিয়ে রাজনীতিদিরা বাংলাদেশের মানুষকে ডাল-ভাত খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাজনীতিবিদদের প্রেস্ক্রিপশন মানতে গিয়েও মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। ভাত খাবার জন্য প্রয়োজনীয় চালের দাম গত এক দশকে বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। আর ডালের মূল্যও কোনোভাবেই এখন আর নাগালের মধ্যে বলা যায় না।

গত এক মাসে মসুরের ডালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ৪ টাকা। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়েছে সেভাবে বাড়েনি মধ্যবিত্তের আয়, কৃষকের ফসলের মূল্য।

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, 'মধ্যবিত্তের সংকট বিষয়ে অনেকগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ বর্ষ ৩ সংখ্যা ২১ 'মধ্যবিত্তের জীবনচক্র, সাধ আর সাধ্যের দ্বন্দ্ব' শীর্ষক রিপোর্টে দেখানো হয়েছিল একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকতে মাসে ন্যূনতম ১৮ হাজার ৪শ' ৭৩ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু একজন মধ্যবিত্তের সরকারি খাতে চাকরি করে ১৮ হাজার টাকা আয় করা অসম্ভব। যদি না ঐ মধ্যবিত্ত অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন না করে। আবার বেসরকারি খাতে বহুজাতিক কোম্পানি ও এনজিওর বড় কর্তারা ছাড়া এত বেতন কম লোকই পায়। এটাই হলো বাংলাদেশের চাকরির বাস্তবতা। কৃষকের অবস্থা আরও খারাপ। কৃষক চাল, ডাল, সব্জি সব আবাদ করছে। বাজারে যখন তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে যাচ্ছে, কৃষক তখন ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। আবার এই কৃষকই বাজার থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী কিনছে অধিক দামে। এই চিত্র আর চক্রের মাঝে সাধারণ মানুষের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত।

গত কয়েক দিন বাজার ঘুরে দেখা গেছে এক মাসে চাল, ডালসহ সকল পণ্যের দাম বেড়েছে। কারওয়ান বাজার, মোহাম্মদপুর, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট বাজার ঘুরে দেখা গেছে টমেটো, বরবটি, আলু, করল্লা, ঝিঙ্গা, মরিচ, সয়াবিন সকল দ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতির দিকে ছুটছে। চালের মণ প্রতি দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৫০ টাকা। কারওয়ান বাজারের আড়তদার মালেক মুন্সী কাঁচা তরকারির কারবারি সে। মালেক মুন্সী জানায়, 'সপ্তাহ দুয়েক হলো বাজার একটু চড়া। এছাড়াও এ বছর কৃষকরা সবজি আবাদও কম করেছে। এমনিতেই পথে চাঁদা দিতে দিতে একটা মাল কারওয়ান বাজার পর্যন্ত পৌঁছাতে কেজি প্রতি দাম ৩/৪ টাকা বেড়ে যায়। তার ওপর আমদানি কম, বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা।'

মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে বাজার করতে

এসেছিলেন একজন এনজিও কর্মকর্তা আলাউদ্দিন আহমেদ। তিনি জানালেন, সামনে বাজেট, ব্যবসায়ীরা সকল পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো বাজেটের পর দাম কিছুটা কমবে। আলাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আসা ইশতিয়াক রাজু, এই বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। রাজু বললেন, বাংলাদেশে কোনো জিনিসের দাম একবার বাড়লে সেটা আর কমে না। সাইফুর রহমান যেভাবে কর নির্ধারণের কথা বলছেন, তাতে দাম কমার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

গত আট মাসে কেজি প্রতি চালের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে ২ থেকে ৪ টাকা। পাইকারি বিক্রেতারা মণ প্রতি চালের মূল্য বাড়িয়েছে ২০ থেকে ৫০ টাকা। ঢাকায় প্রচুর মাছের আমদানি থাকলেও সারা দেশে মাছের বাজারের সংকট রয়েছে। বাজার ঘুরে দেখা গেছে, দুই কেজি ওজনের একটি ইলিশ মাছের দাম ৭৫০-৮০০ টাকা, পাবদা ৫০০-৬০০ টাকা কেজি মাছের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে মাছের আড়তদার আলী আকবর সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, নদীতে মাছ ধরা পড়ছে কম। গত কয়েক দিন আবহাওয়াগত কারণে সমুদ্র ও নদীর অবস্থা বিপজ্জনক থাকায় জেলেরা মাছ ধরতে যায়নি। সমুদ্র/নদী শান্ত হলে মাছের দাম কিছুটা স্থিতিশীল হবে।

চালের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার বাজার থেকে চাল কিনছে। সরকারি গুদাম পূর্ণ করার সুযোগ নিয়েছে ব্যবসায়ীরা। কারওয়ান বাজারের চাল ব্যবসায়ীরা জানালেন, আপাতত চালের দাম কমার কোনো সম্ভবনা নেই।

পাইকারি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, আগে পাইজাম চাল ছিল ৫২০ টাকা এখন তা ৫৪০ টাকা মণ, নাজিরাশাইল ছিল ৬০০ টাকা এখন তা ৬৩০/৬৪০ টাকা। মিনিক্যাট ছিল ৫৯০/৬০০ টাকা এখন তা ৬৩০ টাকা, ইরি ছিল ৪৫০ টাকা এখন তা ৪৭০ টাকা। পোলাওর চালের মূল্য অপরিবর্তিত থাকলেও কাটারীভোগের মণ প্রতি দাম বেড়েছে ৩০ টাকা। সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি ৪ থেকে ৫ টাকা। এই অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি পণ্যের ক্ষেত্রেই অভিযোগটি শতভাগ সত্য।

বাংলাদেশে সরকারিভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সুযোগ বুঝে ব্যবসায়ীরা সব সময় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। সেজন্য মূল্য বৃদ্ধির সকল প্রভাব পড়ে মধ্যবিত্তের ওপর। এমনিতেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকা মধ্যবিত্তকে এ অবস্থা আরও ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়। সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে মে ২০০১-এ এসে দেখা যায় একজন মধ্যবিত্তের মাসিক খরচ বেড়েছে প্রায় ২ হাজার টাকা। অথচ মধ্যবিত্তের আয় বাড়েনি এক টাকাও। প্রশ্ন হল এখন এই মধ্যবিত্ত চলবে কি করে? পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্নে এখন মধ্যবিত্ত গৃহকর্তা কি করবে? যে মধ্যবিত্ত প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তি চাচ্ছে সে চাহিদা আর সাধের সংকুলান ঘটাতে উচ্চ মধ্যবিত্ত উতরে গেলেও মধ্য আর নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধকতায় আটকে পড়েছে। বর্তমান বাজারের ফর্দ তাকে আনন্দ দেয় না। বাজারের ফর্দ তাকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ঋণের অথবা নৈতিক স্খলনের ফাঁসে আটকে ফেলে। ফলে মধ্যবিত্ত থেকে হয় নিম্নবিত্ত। তখন সাধ্যের মৃত্যু ঘটে।

সাইফুল হাসান

বাজার মূল্য এক মাসের তুলনা

পণ্য	আগে	বর্তমান
আলু	৮ টাকা	১০/১১ টাকা
করলা	১৬ টাকা	২০ টাকা
পটল	১০/১২	১৬ টাকা
মরিচ	৩০ টাকা	৬০ টাকা
পেঁয়াজ	১০ টাকা	১২ টাকা
সয়াবিন	৩৮/৪০ টাকা	৪৪ টাকা
চিনি	৩০/৩২ টাকা	৩৫/৩৬ টাকা
মসুরি	৩৪/৩৬ টাকা	৪০ টাকা
নাজিরশাইল (কেজি)	১৬/১৭ টাকা	১৯/২০ টাকা
পোলাওর চাল কেজি	৪০ টাকা	৪২ টাকা
ইলিশ মাছ (কেজি)	৩০০ টাকা	৪০০ টাকা
চিতল (কেজি)	১৭০ টাকা	২০০ টাকা
খাসির মাংস	১২০/১৩০ টাকা	১৫০ টাকা
গরুর মাংস	৭০ টাকা	৯০ টাকা
মুরগি লেয়ার সাদা	৬০ টাকা	৬৫ টাকা
দেশী মুরগি মাঝারি	৭০ টাকা	১০০ টাকা

কে এই ডা. শাহাব

সম্প্রতি জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউটে একটি বড় ধরনের অনিয়মের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আর এই অনিয়মের হোতা হচ্ছেন উক্ত ইনস্টিটিউটের এমএস (চক্ষু) থার্ড (থিসিস পর্ব) পার্টের ছাত্র ডা. মোঃ শাহাব উদ্দিন। ডা. শাহাব এখনও নিয়ম মাফিক এমএস (চক্ষু) শেষ পর্বের ছাত্র। কিন্তু তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে গত জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এমএস (চক্ষু) শেষ পর্বের পরীক্ষায় অংশ নেন। যার রোল নং ছিলো ১৩৮। উল্লেখ্য যে, ঢাকা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সের এমডি/এমএস শেষ (থিসিস) পর্বের কোর্সের মেয়াদ ২ বছরের। ডা. শাহাবকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২২ জুন ২০০০ সালে জারিকৃত এক আদেশে ১ জুলাই ২০০০ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য ওএসডি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে এমএস (চক্ষু) থিসিস পর্বের কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণে প্রদান করা হয়। ডা: শাহাব উদ্দিনকে এমএস (চক্ষু) থিসিস পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে নিয়মানুসারে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত তার কোর্সের মেয়াদ শেষ করতে হবে। কিন্তু তিনি সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে এ বছরের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এমএস (চক্ষু) থিসিস পর্বের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস-এর অধীনে এফসিপিএস/এমসিপিএস কোর্সে যে কোনো সরকারি ডাক্তরাও প্রাইভেটভাবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীন ডিপ্লোমা/এমডি/এমএস কোর্সের যে কোনো পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গেলে এই পর্বের কোর্সের মেয়াদ সম্পন্ন করতে হয়। এই নিয়ম বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হচ্ছে। ডা. শাহাব ১৯৯৩ সালে জুলাই মাসে এমএস ভর্তি পরীক্ষা মাস্তান দিয়ে ভন্ডুল করে দেন। সে বছর ভর্তি হতে না পেরে ১৯৯৬ সালে প্রশ্নপত্র হস্তগত করার মাধ্যমে এমএস (চক্ষু) কোর্সে ভর্তি হন। জানা গেছে তার থিসিসও ৩ মাসের মধ্যে শেষ করেছেন। অথচ এর জন্য দুই বছর বরাদ্দ থাকে। তাছাড়া থিসিস একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। ডা. শাহাব দীর্ঘদিন যাবৎ বেনামে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের কোয়ার্টার দখল করে রেখেছেন। তিনি দীর্ঘ ছয় বছরেরও বেশি সময় হাসপাতালের কোনো কর্মকর্তা নন। ডা. শাহাব আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত চক্ষু ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মকর্তা নন। অথচ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তিনি প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষার ও প্রশাসনের পরিবেশ কলুষিত করে তুলেছেন। এমএস (চক্ষু) থিসিস পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষার্থী এবং অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ডা: শাহাবের পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত ও তদন্ত করে বাতিলের আবেদন জানিয়েছেন।

জসিম মল্লিক

আবার ডেঙ্গু

একটি গল্প বলি। শ্রীলংকার রাজ-দরবার। একদিন রাজাকে মশায় কাম-ড়ালো। রাজদর-বারের সকল কুঠরি তন্ন তন্ন করে পরি-ষ্কার করা হলো। দর-বারের আশপাশের ফুলের বাগানের উড়ন্ত মশা কীটনাশক ছিটিয়ে মেরে ফেলা হল। কিন্তু পর পর আরো ২ দিন মশার কামড় রাজাকে হজম করতে হল। সবাইকে ভাবনায় ফেলে দিল। মশা আসে কোথা থেকে? সফররত বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। দেখলেন রাজার পেছনে বড় একটা ফুলদানী। নিয়মানুসারে রাজাকে প্রতিদিন সকালে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী জানতে পারলেন ফুলগুলো ফেলে দেয়া হলেও পানি পরিবর্তন করা হয় না। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হল এডিস মশার বাসা। সেই পানিতেই পাওয়া গেল ১৫০০-এর অধিক লার্ভা। কথাগুলো সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্যকর্মী ডাঃ মোঃ আশরাফ উদ্দিন। এ বছর থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ায় বিশেষজ্ঞ মহল ধারণা করছেন, ডেঙ্গু ব্যাপক আকার ধারণ করবে। ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরের বদলে হিমোরেজিক ফিভার বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে মৃত্যু হার বেশি হতে পারে বলে তারা ধারণা করছেন। ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে এডিসের লার্ভা পাওয়া গেছে। বারডেম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সেন্ট্রাল হসপিটাল, মিটফোর্ড, বিভিন্ন ক্লিনিকে ও চট্টগ্রামেও ডেঙ্গু রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, এ বছর ২২ জনেরও বেশি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। মশা নিবারণে কীটনাশক অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় হলেও বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কীটনাশকের মজুদ প্রায় শেষ! ডেঙ্গু মোকাবেলায় কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল।

ডেঙ্গু আবারো ব্যাপক আকারে আসছে

১৮ শতকে উত্তর আমেরিকায় প্রথম ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৪ সালে ফিলিপিন্স, ১৯৮৭ সালে থাইল্যান্ডে ও ১৯৯৯ সালে কলকাতায় এটা দেখা যায়। ট্রোপিকাল ও সাব ট্রোপিকাল অঞ্চলে এডিসের বাস। বাংলাদেশে এটা এসেছে আফ্রিকা থেকে। ১৯৬৪ সালে এদেশে প্রথম এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য

আলোর ভুবনে অন্ধকার

প্রাকৃতিক আলোর মধ্য দিয়েই সত্য ও সুন্দর বেরিয়ে আসে, এই দর্শনের ভিত্তিতেই সংসদ ভবনের নির্মাণ পরিকল্পনা করেছিলেন স্থপতি লুইস ইসিডোর কান। সংসদ ভবনে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের জন্য তিনি ছাদের আকৃতি খালি করা তরমুজের ন্যায় রূপ দেন। এর ফলে সংসদ ভবন আলোকিত হয়ে ওঠে। তবে ভেতরের মানুষগুলো আলোকিত হতে পারেনি।

বিরোধী দলহীন সংসদ যেন পূর্ণিমায় আষাঢ়ের ঘন আঁধার। '৯০-এ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন শেষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। অষ্টম সংসদের দুটি অধিবেশন বিরোধীদলহীন অবস্থায় কেটে গেল। তবে আগামী অধিবেশনে বিরোধী দলের সংসদে যোগ দেয়ার কথা উঁকিঝুঁকি মারছে।

বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাই সংসদে যোগ দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করছেন। তবে এই যাওয়ার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একজন চাইছেন গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদে যাওয়া জরুরি এবং পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তা দীর্ঘস্থায়ী করা। আরেক দলের চিন্তা-ভাবনা সংসদে কতদিনের জন্য যাবো। দাতা গোষ্ঠীদের ক্রমাগত চাপের কারণে এরা সংসদে যোগ দিতে অনেকটা বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু বিরোধী দলের আসনে বসতে হবে এটা মানতে পারছেন না। তাই তাদের পরিকল্পনা রয়েছে সংসদে যাওয়ার পর সরকারি সদস্যদের আচরণবিধির ওপর দোষারোপ করে বেরিয়ে আসবেন। এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বিরোধী দলের এই গ্রুপের ইচ্ছে পূরণে সরকারি দলের দু' একজন এগিয়ে আসতে পারেন। বিরোধী দল সংসদে ঢোকামাত্রই তারা অতিমাত্রায় বিরোধী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করে দেবেন। এতে বিরোধী দলের আচরণবিধির অভিযোগ তুলে সংসদ ত্যাগ করতে পারেন। তবে সরকারের নীতি নির্ধারকদের সূত্রে জানা গেছে, বিরোধী দলের সদস্যদের কথা বলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সরকারি দলের সদস্যদের নির্দেশনা দেয়া হবে তাদের আচরণ যাতে কোনোভাবেই বিরোধী দলের সদস্যদের ক্ষুব্ধ না করে। বিরোধী দলকে সংসদে রাখার ব্যাপারে তারা সর্বাত্মক সহনশীলতা প্রকাশের চেষ্টা করবেন। বিরোধী দলের সংসদে থাকার পক্ষের গ্রুপটি সরকারের এই সুযোগটি কাজে লাগাতে চান। তাদের বক্তব্য হলো, সংসদের ভেতরে এবং রাজপথে সরকারকে ব্যস্ত রাখতে হবে। সরকারের ব্যর্থতাগুলো সংসদে সমালোচনা করা এবং রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা। কিন্তু সংসদ বর্জনের পক্ষের দাবি হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ষড়যন্ত্র করে তাদের বিজয় ছিনিয়ে বিএনপি'র হাতে তুলে দিয়েছে। তাই এই সরকারকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এই সরকারের সময় পূর্তির আগেই তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। এরা পাঁচ বছর টিকে গেলে আগামীতে রাজনীতি করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই যে করেই হোক এ সরকারের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই 'জনধিকৃত সরকারে' পরিণত করে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে হবে।

গত সরকারের আমলেও সেই সময়কার বিরোধী দলের একাংশ সরকারের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করতে চেয়েছিল। এমনকি তারা দলীয় নেত্রীর কাছে পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছিলেন। সে সময় যারা এর বিরোধিতা করেছিলেন তাদের তারা সরকারের দালাল বলতেও ছাড়েননি। সেদিন যদি বিরোধী দল সত্যি সত্যিই পদত্যাগ করতো আজকে বিএনপি ক্ষমতায় আসা তো দূরে থাক তাদের অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ আছে। নৈরাজ্যকর রাজনীতি পরিহার করে নির্বাচনের পথ বেছে নিয়েছিল বলেই আজ সরকার গঠন করতে পেরেছে। লুইস কান ৩৮ বছর আগে জাতীয় সংসদ ভবনের ডিজাইন করার সময় বলেছিলেন 'যে ঘরে আইন প্রণীত হয় তা ধর্মীয় স্থানের মতো পবিত্র। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জনকল্যাণমূলক চিন্তা-ভাবনার জন্য সংসদ ভবনকে হতে হবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কোনো স্থান। সংসদ মানুষের নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে, উন্নততর করে তোলে।' লুইস কান এই সংসদ ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কি তা পূরণ করতে পারছে?

শাহীন রাজা

করা যায়। তখন এর নাম ছিল ঢাকা ফ্লেভাস। ২০০০ সালে এটা হঠাৎ করে মারাত্মক আকার ধারণ করে। পৃথিবীর শতাধিক দেশে এডিস মশা রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকেই ব্যাপক ডেঙ্গু সংক্রমিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এডিস মশা প্রথম কামড়ালে হয় ক্লাসিক্যাল ফিভার। দ্বিতীয়বার কামড়ালে হয় হেমোরেজিক ফিভার। তাই এবারে হেমোরেজিক ফিভার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মৃত্যু ঝুঁকিও তাই অনেক বেশি, নির্ভরশীল সূত্র জানিয়েছে, ২০০০ সালে আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছিল সাত হাজার।

গত বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয় ৬১৪ জন, মারা গিয়েছিল ১৮ জন। বারডেম ভর্তি হয় ৩৩৬ জন এবং মারা যায় দুজন। মিডফোর্ডে ভর্তি হয় ১৫৪ জন, মারা যায় চারজন। শিশু হাসপাতালে ও বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি হয় এবং মারা গিয়েছিল যথাক্রমে ১৫৩ ও ২৩০ এবং ৪ জন ও ১ জন। এ বছর বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সূত্র মতে, এ বছর ১ জন ডেঙ্গু রোগীরও সন্ধান পায়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসর (মেডিসিন) ডাঃ এবিএম আবদুল্লাহ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ বছর এপ্রিল মাসে সেন্ট্রাল হসপিটালে ১ জন ও ধানমন্ডির একটি ক্লিনিকে ১ জন এবং প্রাইভেট চেম্বারেও ১ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী পেয়েছি। সামনে যেহেতু বর্ষার সিজন, তাই এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে উদ্যোগ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন ডাক্তার বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যাতে তারা সহজে ডেঙ্গু রোগীদের চিহ্নিত করতে পারে। সব ক্ষেত্রে প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এন্টিবডি বা ডেঙ্গু ভাইরাস এডিসে কমড়ালো শরীরে উৎপন্ন হয় তা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। পিজি হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ এবিএম আব্দুল্লাহ এ সম্পর্কে ২০০০কে বলেন, ' ডেঙ্গু জ্বর হলে তাপমাত্রা ১০৩-১০৪ পর্যন্ত ওঠে। রোগী বলে চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে। হাড় ভেঙে গেছে। কপালে ও জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা অনুভব হয়। হিমোরেজিক হলে ৩-৪ দিন পরে লাল লাল দানা বা রেশ দেখা দেয়। শরীরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে রক্তপাত হয়। ডেঙ্গুর তৃতীয় স্তরে হয় শক্ সিনড্রোম। এটিতে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি থাকে।' ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মশক নিবারণী দপ্তরের সহকারী পরিচালক ফরিদ আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রসাগুলোতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিয়েছি। যেখানে পানি জমে থাকে সেখানে কীটনাশক ছিটাচ্ছি। তবে বস্তিগুলোর জন্যে আলাদা কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মটিভেশনেই ৮০ ভাগ কাজ হয়ে যায়। একটি সূত্র মতে জানা গেছে, বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের কীটনাশকের মজুদ প্রায় শেষ। তাই দ্রুত কীটনাশক সরবারাহ করা জরুরি। স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন জেনেভায় অবস্থান করায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সিটি কর্পোরেশনের সূত্র মতে, এ বছর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ১২০০ পোস্টার স্কুল ও কলেজে ছেড়েছে। মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। সপ্তাহে ২ দিন স্কুল শিক্ষকদের ডেঙ্গুর ওপরে শিক্ষাদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এডিস মশা দুই প্রকার। এজিপটি জাতীয় মশায় কামড়ালে হয় ডেঙ্গু ফিভার। আর এ্যাঃ এ্যালফেনিকটাস মশায় কামড়ালে হয় ইয়েলো ফিভার। এটা মশা থেকে মানুষ আবার মানুষ থেকে মশায় ও মশা থেকে মানুষের মাঝে সংক্রমিত হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা যে প্রজনন ঘটায় তাও ডেঙ্গু ভাইরাসবাহী হয়। এটা প্রতিরোধ করতে হবে সেখান থেকে যেখানে এডিস ডিম পাড়ে। সিটি কর্পোরেশন শীঘ্রই রেস্টুরেন্টগুলোতে পোস্টার লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া কোনো বাড়িতে লার্ভা পেলে তার আশপাশের ২০০ বাড়ি তন্ন তন্ন করে সংশ্লিষ্ট কিছু তরুণেরা পরিষ্কার করে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, গত বছর এক বাড়িওয়ালা তার বাড়িতে আমাদের ছেলেদের ঢুকতে দেবে না। বলে তার বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শেষে ওরা ঐ বাড়িটির ছাদের একটি টায়ার থেকে প্রচুর লার্ভা উদ্ধার করে। বেসিন ও কলের আশপাশে পানি জমতে দেয়া যাবে না। ৯০টি ওয়ার্ডের জন্যে ৬০০ -এরও কম জনবল রয়েছে। মশা নিধনে বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এটা বাড়াতে হবে। বাজেটের টাকা পাই ডিসেম্বরে। কাজ শুরু করতে হয় মার্চে। যখন বৃষ্টি এসে যায়। তাই টাকা আরো পূর্বেই বরাদ্দ করতে হবে। পেরিফারি এরিয়ার বাইরে, তাছাড়া ঢাকার যেসব নোম্যানস ল্যান্ড ও উপশহর রয়েছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সেখানে কাজ করে না কিন্তু মশা তো ওখান থেকে শহরে ঢুকে পড়ছে। ঢাকা শহরের ২১০০ একর জমি রয়েছে। ইরি ধান কাটার পরে এ সময় মশার উপদ্রব বেড়ে যায়। আমরা যেখানে এডিসের লার্ভা পাচ্ছি তা নিধনের চেষ্টা করছি সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ঢাকা শহরের ফুটপাতের নিচে ও রাস্তার পাশে বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকে সেখানে যথাযথ নিয়মে কীটনাশক ছিটানো হয় না। বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সমন্বয়হীনভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম

ইউকসু'র অভিষেক

২২-২৪ মে, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইউকসু)-এর অভিষেক অনুষ্ঠান। এবারের ইউকসুর প্রধান বৈশিষ্ট্য বুয়েটে সক্রিয় সকল রাজনৈতিক দলের সহাবস্থান। ইউকসুর ৭টি পদের মধ্যে ৬ নবেম্বর, ২০০১-এর নির্বাচনে ভি.পি, জি.এস.সহ ৩টি পদ লাভ করে ছাত্রদল, এ.জি.এসসহ ২টি পদ লাভ করে ছাত্রলীগ, একটি করে পদ লাভ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফন্ট এবং ছাত্র ইউনিয়ন। এছাড়া হল সংসদের সহ-সভাপতিরা এবং অ্যাথলেটিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে ইউকসুর সদস্য। সর্বমোট ১৭ সদস্যের এই ইউকসুর সভাপতি হচ্ছেন বুয়েটের মাননীয় উপাচার্য।

২২ মে বিকাল ৫টায় অভিষেকের মূল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ঝড় ও শিলা-বৃষ্টির জন্য তা শুরু হয় সন্ধ্যা ৬টায়। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর ইউকসু নেতৃবৃন্দকে বুয়েটের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালনের শপথনামা পাঠ করান ইউকসুর সভাপতি প্রফেসর ড. নূরউদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্যে ইউকসু'র উপদেষ্টা ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ড. জয়নাল আবেদীন অভিষিক্ত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান এবং বুয়েটের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া তিনি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন একই সঙ্গে শেষ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি সাধারণ রুটিন প্রকাশের প্রস্তাব দেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে ইউকসুর সাধারণ সম্পাদক হাসিব মোস্তাবসির ছাত্র-ছাত্রীদের দাবিগুলো তুলে ধরেন। তিনি

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সাথে আমন্ত্রিত অতিথিরা

বক্তব্য রাখছেন ইউকসু'র সাধারণ সম্পাদক হাসিব

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বুয়েট ক্যাম্পাসের মাঝের রাস্তা দিয়ে স্থায়ীভাবে ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধকরণ, হলে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান, সুইমিং পুল নির্মাণ এবং বোর্ড পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান লাভকারীদের সরকারের পক্ষ থেকে সম্মাননার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। ইউকসুর সহ-সভাপতি গোলাম মোর্শেদ লায়ন তার বৈচিত্র্যপূর্ণ বক্তব্যে জাতীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত বুয়েট প্রতিষ্ঠায় সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। অতিথি বক্তার বক্তব্যে বিগত ইউকসুর সাধারণ সম্পাদক মোহসিউল ইসলাম আদনান বিসিএস পরীক্ষায় প্রকৌশলীদের জন্য আরো বেশি সংখ্যক পদ সৃষ্টির আহ্বান জানান। ইউকসুর সাবেক ভিপি তারিক বিন আজিজ তার বক্তব্যে পিএসসিতে প্রকৌশলীদের একজন সদস্য রাখার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক নকল প্রতিরোধে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এই উদ্যোগ তখনই সফল হবে যখন নকল ধরার জন্য মন্ত্রীদের আর পরীক্ষার হলে যেতে হবে না।' এছাড়া তিনি বুয়েটকে মেধাবী ছাত্রদের মিলন মেলা হিসেবে উল্লেখ করে তাদের দাবিগুলো পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে ইউকসুর সভাপতি ও বুয়েটের উপাচার্য ড. নূরউদ্দিন আহমেদ বুয়েটের উন্নয়নে তার গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কথা উল্লেখ করে বলেন, বুয়েটে বর্তমানে ৪টির পরিবর্তে ৬টি ব্যাচ পড়ায় এর বাজেটে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। তাই তিনি বুয়েটের বাজেট বৃদ্ধির জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায় প্রথম দিনের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান।

এরপর রাত ৮টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে একে একে অংশ নেয় মূর্ছনা। V'NS, শিরোনামহীন, Sailors এবং সুজয়। রাত ১১.৩০-এ অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

২৩ মে, ২০০২ তারিখে অভিষেকের দ্বিতীয় দিনে আরণ্যক নাট্যদলের নাটক 'সংক্রান্তি' প্রদর্শিত হয়। ২৪ মে, ২০০২ তারিখে অভিষেকের শেষ দিন ছিল কনসার্টের জন্য। বিকাল ৬টা থেকে শুরু হয় কনসার্ট। একে একে ওঠে এ্যাকোয়াসটিকা, ভাইকিংস। এরপর দীর্ঘ এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন রাত ১০টায় মঞ্চে ওঠেন নগর বাউল-এর জেমস। কনসার্ট চলে রাত সোয়া ১২টা পর্যন্ত। আর এর সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ইউকসু ২০০১-এর জমজমাট অভিষেক অনুষ্ঠানের।

পরিবেশিত হচ্ছে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

'নির্যাতন মুক্ত পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ দাও'

'নির্যাতন মুক্ত পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ দাও' এই দাবিতে ২০ মে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিভিন্ন স্কুল ও শিশু সংস্থার প্রায় হাজার খানেক শিশু, কিশোর-কিশোরী নিরাপদ কৈশোর আন্দোলনের আহ্বানে এক প্রতিবাদের আসরে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে ৮০০ শিশু ও কিশোর-কিশোরী ৪০০ ফুট ক্যানভাসে ফুল পাখি প্রজাপতি এঁকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের এই প্রতীকী প্রতিবাদ আসরে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছেন চিত্রশিল্পী হাশেম খান, শওকতুজ্জামান, চলচ্চিত্রশিল্পী অমিত হাসান, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক জাহিদ হোসেন, সংগীত শিল্পী শুভ্র দেব ও জুয়েল, নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আসিফ নজরুল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার তুহিন মালিক, লেখক মাহমুদুর রহমান মান্না, শিশু অধিকার ফোরাম ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ, সাংবাদিক, ফটো সাংবাদিক, অভিভাবকবৃন্দ ও চারুকলা ইন্সটিটিউটের ছাত্রছাত্রীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকগণ। সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের এই ভিন্নধর্মী প্রতিবাদের প্রশংসা করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছেন।

চালাচ্ছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তারা 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ ' পরিবার থেকে, নিজ থেকে করা সম্ভব মনে করে প্রয়োজনীয় দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। তাই এ বছর বিভিন্ন সময়ে ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ কোনো ডেঙ্গু রোগীর সন্ধান পাননি বলে জানান। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নীরব

এ বছর ডেঙ্গু জ্বরের সম্ভাবনা কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ তোফায়েল আহমেদ তার ব্যক্তিগত চেম্বারে স্বভাবসুলভ ব্যস্ততার কথা বলে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, এ বছর তেমন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে আলাদা কোনো উদ্যোগও নেয়া হয়নি। এটা (ডেঙ্গু) তেমন মারাত্মক কি? উল্লেখ্য যে, গত বছর ডেঙ্গু জ্বরে এ হাসপাতালে মারা গিয়েছিল ১৮ জন। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের মেধাবী ছাত্র প্রণবও এই হাসপাতালেই ডেঙ্গু জ্বরে মারা গিয়েছিল।

প্রশান্ত মজুমদার শান্ত